GLOBAL INNOVATION INDEX 2020

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২০ এবং বাংলাদেশ

গোলাপ মুনীর

কর্নেল ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড বিজনেস স্কুল 'ইনসিয়াড' (Insead) এবং জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অরগ্যানাইজেশন' (ডব্লিউআইপিও) যৌথভাবে গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করে 'গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২০'। এটি এ বিষয়ে এদের সর্বশেষ ও ত্রয়োদশ বার্ষিক র‍্যাঙ্কিং। এরা ৮০টি সূচক বা ইন্ডিকেটরের ওপর ভিত্তি করে এই 'গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স' (জিআইআই) প্রণয়ন করে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উদ্ভাবন সক্ষমতা বিবেচনা করেই তৈরি করা হয় এই ইনডেক্স। এবারের এ ইনডেক্স বা সূচকের আপ্তবাক্য হচ্ছে : 'হু উইল ফিন্যান্স ইনোভেশন?' তা ছাড়া 'ইনোভেশন ইজ অ্যা কি ড্রাইভার অব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' কথাটি স্বীকার করে নিয়ে ১৩১টি দেশের ইনোভেশন অবস্থান নির্ধারণ ও এ পরিস্থিতির সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করাকে এই গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। গত এক দশকে এই সূচক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ইনোভেশনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল রেফারেন্স হিসেবে এবং বিভিন্ন দেশের 'অ্যাকশন টুল' হিসেবেও। এই ইনডেক্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো মূল্যায়ন করতে পারছে তাদের নিজেদের উদ্ভাবন সক্ষমতা। এই গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে রয়েছে দুটি সাব-ইনডেক্স : ইনোভেশন আউটপুট সাব-ইনডেক্স ও ইনোভেশন ইনপুট সাব-ইনডেক্স। রয়েছে সাতটি পিলার বা স্তম্ভ। প্রতিটি ফিলারের রয়েছে তিনটি সাব-পিলার তথা উপ-স্তম্ভ।

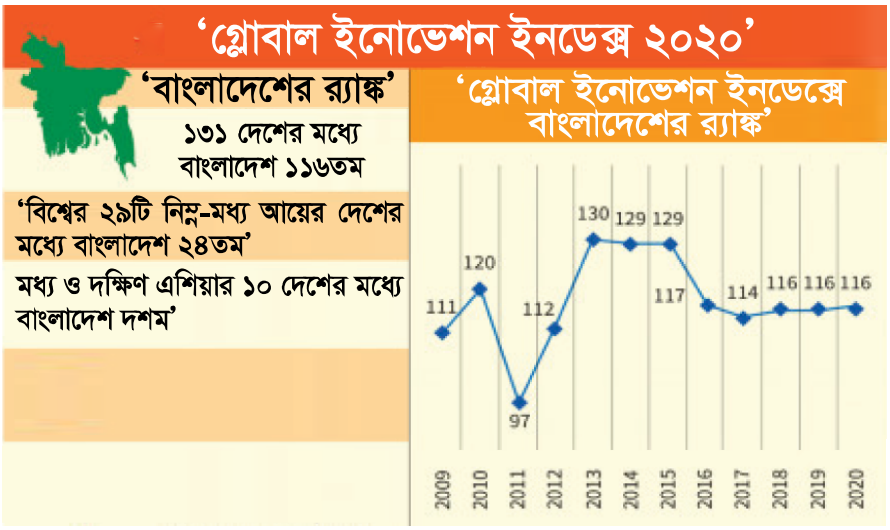

এবার বিশ্বের ১৩১টি দেশের ইনোভেশন ইনডেক্স তৈরি করা হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে সার্বিক সূচক বিবেচনায় বাংলাদেশ ১১৬তম স্থানে রয়েছে। ১৩১ দেশের মধ্যে ১১৬তম স্থানে থাকার বিষয়টি থেকে স্পষ্ট ধরা পড়ে ইনোভেশন তথা উদ্ভাবন সক্ষমতায় অন্যদের তুলনায় আমরা কতটুকু পিছিয়ে আছি। দেখা গেছে, উদ্ভাবন সক্ষমতায় অবস্থানের দিক থেকে এমনকি আমরা নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের চেয়েও পিছিয়ে আছি। এবারের এই র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্র।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে এই ইনডেক্সে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে ভারত। সার্বিক সূচক বিবেচনায় ভারত রয়েছে ৪৮তম স্থানে। গত বছরের তুলনায় এবার ভারতের অবস্থান আরো চার ধাপ এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া বিশ্বের মধ্য-আয়ের সবচেয়ে ইনোভেটিভ দেশগুলোর মধ্যে ভারত রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভারতের পর এ অঞ্চলের পরবর্তী দেশ তিনটি হচ্ছে ৯৫তম অবস্থানে থাকা নেপাল, ১০১তম অবস্থানে থাকা শ্রীলঙ্কা ও ১০৭তম অবস্থানে থাকা পাকিস্তান। আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও ভুটানকে এবারের ইনডেক্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বাংলাদেশের অবস্থান

সার্বিক সূচক বিবেচনায় গত তিন বছর ধরে এই সূচকদৃষ্টে বাংলাদেশের উদ্ভাবন সক্ষমতা পরিস্থিতির অগ্রগতি কিংবা পশ্চাৎগতি– কোনোটিই ঘটেনি। ২০২০ সালের ইনোভেশনে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩১টি দেশের মধ্যে ১১৬তম। এর আগের দুই বছরের ইনডেক্সে একই অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। বিশ্বের ২৯টি নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২৪তম এবং কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ এশীয় ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম স্থানে। সর্বশেষ এ র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ইনোভেশন আউটপুটের তুলনায় ইনোভেশন ইনপুটের ক্ষেত্রে ভালো করেছে। ইনোভেশন ইনপুট সূচক বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম স্থানে, এ ক্ষেত্রে এই অবস্থান আরো নিচের দিকে ছিল গত বছর ও এর আগের বছরের ইনডেক্সে। অপরদিকে এবারের ইনোভেশন আউটপুট বিবেচনায় বাংলাদেশ রয়েছে ১১৪তম স্থানে। দুঃখজনক হলো, এসব ক্ষেত্রে এবারের ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান এর আগের দুই বছরের তুলনায় আরো নিচের দিকে। ২০২০ সালের গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সদৃষ্টে মনে হয় বাংলাদেশ উদ্ভাবন ও উন্নয়নের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কম প্রত্যাশা লালন করে।

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সের সাতটি পিলার বা স্তম্ভ রয়েছে– ইনফ্রাস্ট্রাকচার, নলেজ অ্যান্ড টেকনোলজি আউটপুটস, মার্কেট সফিস্টিকেশন, ক্রিয়েটিভ আউটপুটস, বিজনেস সফিস্টিকেশন,

ইনস্টিটিউশন এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ। আলোচ্য ইনডেক্সের এসব স্তম্ভ বিবেচনায় বাংলাদেশের সাফল্য মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গড় সাফল্য-মানেরও নিচে। একমাত্র ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে গড়ের ওপরে যেতে সক্ষম হয়েছি আমরা। বাকি খাতগুলোতে অন্যান্য নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশগুলোর গড় সাফল্যের নিচে রয়েছে বাংলাদেশ। এই ইনডেক্স অনুসারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, নলেজ অ্যান্ড টেকনোলজি আউটপুটস, মার্কেট সফিস্টিকেশন ও ক্রিয়েটিভ আউটপুট স্তম্ভে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ৯২তম, ৯৫তম, ১০০তম ও ১১৫তম স্থানে। বাকি বিজনেস সফিস্টিকেশন, ইনস্টিটিউশন এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ স্তম্ভে আমাদের অবস্থান যথাক্রমে ১২২তম, ১২৪তম ও ১২৯তম স্থানে।

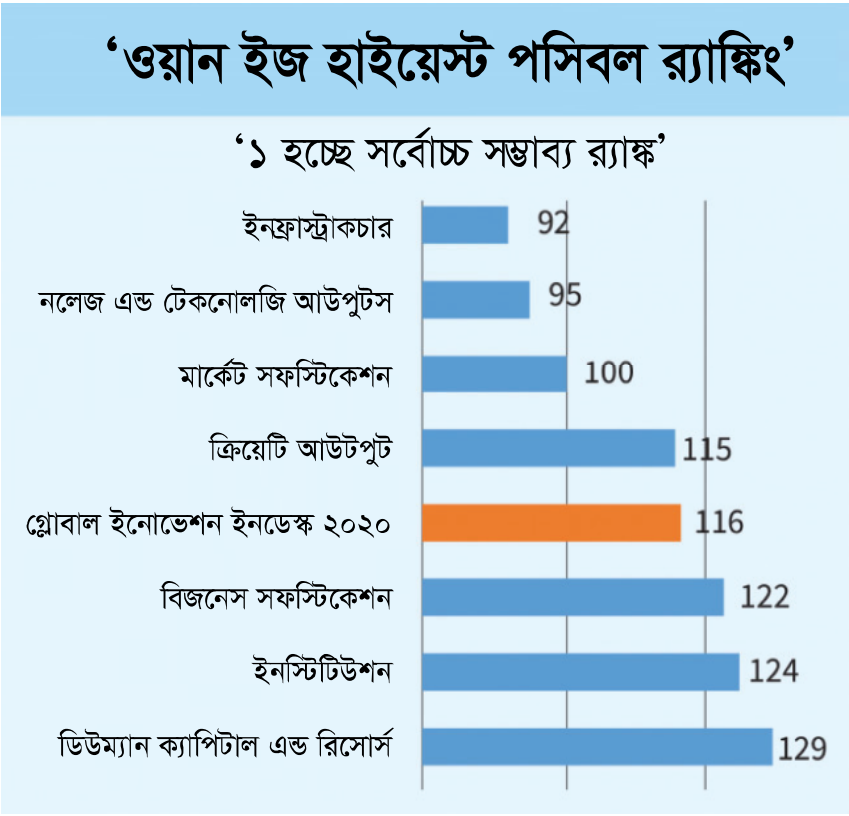

ইনোভেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিটা বোঝার জন্য উল্লিখিত জিআইআই-এর সাতটি স্তম্ভের কিছু উপ-স্তম্ভের দিকে নজর দেয়াটা প্রাসঙ্গিক হবে। আমরা জিডিপির কত অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করি, সে বিবেচনায় আমাদের অবস্থান এসব দেশের মধ্যে ১১৫তম। অপরদিকে শিল্পখাত ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সহযোগিতা বিবেচনায় আমরা আছি ১২১তম স্থানে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ প্রশ্ন– যেমন : নলেজ অ্যাবজরপশন ক্যাটাগরিতে– মোট ট্রেডের শতাংশ হারে আইপি পেমেন্টে আমাদের অবস্থান ১০৬তম, উৎপত্তিদৃষ্টে নলেজ ক্রিয়েশন প্যাটার্নে অবস্থান ১১৪তম এবং নলেজ ডিফিউশনে মোট ট্রেডের শতাংশ হারে আইপি রিসিপ্টের অবস্থান ১০৩তম স্থানে। হিউম্যান ক্যাপিটেল অ্যান্ড রিসার্চের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই শোচনীয়; অবস্থান ১২৯তম স্থানে। ইনোভেশন আউটপুটে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৪তম স্থানে, যা পূর্ববর্তী দুই বছরের তুলনায় নিচে। ক্রিয়েটিভ আউটপুটের বিভিন্ন ক্ষেত্রে– যেমন : স্পর্শাতীত সম্পদ– ট্রেডমার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং ভ্যালু ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থান সন্তোষজনক। তবে রিপোর্ট মতে, জিডিপির তুলনায় বাংলাদেশের উন্নয়নের পর্যায় প্রত্যাশারও নিচে। বাংলাদেশ এর ইনোভেশন ইনভেস্টমেন্টের তুলনায় অধিক পরিমাণ ইনোভেশন আউটপুট দেয়। বাংলাদেশ এখনো ডব্লিউআইপিওর পিসিটি (প্যাটেন্ট কো-অপারেশন ট্রিটি) সিস্টেমে যোগ না দেয়ায় এ ক্ষেত্রে আলোচ্য ইনডেক্সে বাংলাদেশের মূল্যায়ন স্কোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। সে বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৮তম স্থানে। ২০০৭ সালে এর সূচনার পর থেকে এই ইনডেক্স নিয়মিত প্রকাশ হয়েছে। এই ১৪ বছরের বার্ষিক ইনোভেশন ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থানের ওঠানামার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে ভালো পর্যায়ে উঠেছিল ২০১১ সালে; ৯৭তম স্থানে। অপরদিকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে নেমে আসে ২০১৩ সালে; ১৩০তম স্থানে। শেষ তিন বছরে অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, ওই তিন বছরেই বাংলাদেশের অবস্থান ১১৬তম স্থানে।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে– বাংলাদেশ বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে– বিশেষ করে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে আইসিটি খাত, অর্থনৈতিক সূচক ও জিডিপির ক্ষেত্রে। কিন্তু ইনোভেশন ও ক্রিয়েটিভিটির ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি তেমন ঘটেনি। বাংলাদেশকে ভেবে দেখতে হবে কেনো আমরা এখনো গত তিন বছরের জিআইআই-এ অব্যাহতভাবে সূচকের দিক থেকে খারাপ অবস্থানে থেকে যাচ্ছি। সাধারণত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা বাস্তব লক্ষ্যমুখী নয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভাব রয়েছে গবেষণাগার, অবকাঠামো, তহবিল ও অন্যান্য শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সুযোগ; যার ফলে এদেশে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের বিষয়টিতে উৎসাহিত করার কাজটির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিকন্তু, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও শিল্পখাতের মধ্যে সহযোগিতা নেই বললেই চলে। আসলে এ সমস্যা কাটিয়ে ওটার জন্য বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি স্বতন্ত্র কিংবা কেন্দ্রীয় অথবা উভয় ধরনের আইপি (ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি) পলিসি তৈরি করা উচিত। আর এই নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে স্পষ্টতই ইনোভেশন ও ক্রিয়েটিভিটিকে উৎসাহিত করে। এর বাইরে প্রয়োজন একটি জাতীয় আইপি অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। এই অ্যাকাডেমি আইপি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। এটি মানবসম্পদ, জ্ঞান সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে রূপান্তর করবে উদ্ভাবনে। তা ছাড়া বাংলাদেশের উচিত হবে প্যাটেন্ট রেজিস্ট্রেশনের জন্য পিসিটি সিস্টেমে এবং টেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের জন্য মাদ্রিদ সিস্টেমে যোগ দেয়া।

‘গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স’ প্রণেতারা নিজেরা নতুন কোনো ডাটা তৈরি করে না। বরং এরা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ডাটার ওপর। অতএব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্যোগী হতে হবে সংশ্লিষ্ট ডাটাগুলোকে পাওয়ার উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে। বিগত তিন বছরে বাংলাদেশী ডাটার বিশ্লেষণ ও এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি জিআইআই থেকে বোঝা যায়, একই ডাটাগুচ্ছের পুনর্ব্যবহার ঘটেছে। হতে পারে শেষ তিন বছরে আমাদের অবস্থান একই থেকে যাওয়ার পেছনে এ বিষয়টি কাজ করে থাকতে পারে কজ

ফিডব্যাক : golapmunir@yahoo.com